দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 10 OCT 1998 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ... ৭ ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি ৫

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে ব্যাপক দুর্নীতি তদন্তেরপর কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি

এন, এম জাহাঙ্গীর আলম ।। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে গঠিত কমিটির রিপোর্ট দাখিল করার দু'বছরেও কারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে একটি দুর্নীতিবাজ চক্র দীর্ঘদিন যাবৎ দুর্নীতি করে আসছে। এই চক্রের সঙ্গে দাপ্তরিক কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী যেমন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত তেমনিভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষকের সংশ্লিষ্টতার কথাও জানা গেছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে সংঘটিত অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তের জন্য নিয়মমাফিক গঠিত হয়েছে তদন্ত কমিটি। কমিটি দায়সারা-গোছের তদন্তকাজ শেষ করে রিপোর্ট সিন্ডিকেটে জমাও দিয়েছে। কিন্তু অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না বলে জানা গেছে।

জানা যায়, ১৯৯৩ সালের ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষায় ঘটে একটা বড়ো ধরনের দুর্নীতির ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের কতিপয় কর্মচারী ও বাইরের একটি চক্র মিলে ভুয়া রেজাল্ট এবং ভুয়া কৈফিয়তপত্র পরীক্ষার্থীদের কাছে প্রেরণ করে এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে এ ধরনের দুর্নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সালের ৩১শে আগস্ট রাঃ বিঃ উপাচার্য একটি তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। উপাচার্য এর নির্দেশ মোতাবেক রেজিস্ট্রার ১-৯-৯৬ তারিখ সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, জহুরুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে দু'সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটি সাপ্লিমেন্টারি ভুয়া রেজাল্ট শিট সনাক্ত করে। সেই সাথে ভুয়া কৈফিয়ত পত্রের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের হয়রানির ঘটনা উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়।

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় ঃ '৯৩ সালের ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষার দু'টি সাপ্লিমেন্টারি রেজাল্ট শিটের মাধ্যমে পলাশবাড়ি সরকারি কলেজের ১৫৫৬২ রোলধারী ছাত্র বায়েজিদ হোসেন ও সৈয়দ আহমেদ ডিগ্রি কলেজ বগুড়ার ৬৮৩৩ ও ৬৮৩৪ রোলধারী ছাত্র যথাক্রমে আবু হোসেন এবং অতুল চন্দ্র দাসকে উত্তীর্ণ দেখানো হয়। রেজা শিট দু'টির মেমো নম্বর ও স্বাক্ষর জাল করে এ কাজ করা হয় বলে তদন্ত কমিটির অভিমত। প্রাথমিকভাবে এ কাজের জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের পিয়ন আনোয়ার হোসেন এবং দৈনিক মুজরিভিত্তিক নিয়মান সহকারী আশরাফুল ইসলামকে দায়ী করা হয়।

এদিকে, একই চক্র পরীক্ষার্থীদের নামে ভুয়া কৈফিয়তপত্র পাঠিয়ে হয়রানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করেছে বলে তদন্ত কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, কোনও পরীক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বন করে বহিষ্কৃত হলে তার বিরুদ্ধে কৈফিয়তপত্র তলব করা হয়। এছাড়া কোনও পরীক্ষক খাতা মূল্যায়ন করতে গিয়ে অসঙ্গতি লক্ষ্য করলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে কৈফিয়তপত্র প্রেরণ করতে পারে।

পরীক্ষার্থী কৈফিয়তপত্র পাওয়ার পর যথাযথ আবেদনের মাধ্যমে তার জবাব দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পরই শুধুমাত্র কৈফিয়তপত্র প্রেরণের নিয়ম থাকলেও '৯৩-এর ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষায় ঘটেছে তার উল্টোটা। রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ বছরের ডিগ্রি পরীক্ষার রেজাল্ট হওয়ার পূর্বেই কিছু পরীক্ষার্থীর কাছে অবিকল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের ছাপানো কৈফিয়তপত্র জাল স্বাক্ষর এবং ভুয়া ইস্যু নম্বরে পাঠানো হয়। ঐ সকল ছাত্ররা সকলেই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিল।

তদন্ত কমিটির প্রদত্ত রিপোর্টে এ ধরনের তিনজন পরীক্ষার্থীর অভিযোগ তদন্ত করে এ ঘটনার পেছনে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে একটি সংঘবদ্ধ চক্রের অস্তিত্বকে চিহ্নিত করা হয়। রিপোর্ট থেকে জানা যায়, '৯৩ সালের ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষার্থী রোকসানা ইয়াসমিন রোল-ভুরুঙ্গা ১০৪৮৯ নামে এরকম একটি ভুয়া কৈফিয়ত যায় পরীক্ষা শেষ হবার আগেই। ফলে পরীক্ষার্থীর নিকট থেকে উত্তরও আসে ক'দিনের মধ্যেই। রিপোর্ট অনুযায়ী-এই পরীক্ষার্থীর স্বহস্তে লিখিত কৈফিয়তপত্রের সঙ্গে ক'টি পেপারের উত্তরপত্রের লেখায় কোন মিল ছিল না। কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, একই বছরের ডিগ্রি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শাহাদাত হোসেন রোল- প্রেম-৯৭৫৪ মতিউর রহমান রোল- প্রেম-৯৭৪৬ উভয়েই প্রেমতলী ডিগ্রি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে শাহাদাত হোসেনের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৩০৩ নং কোর্সের পরীক্ষা খারাপ হলে সে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের পিয়ন আনোয়ার হোসেনের সাথে যোগাযোগ করে। শাহাদাত হোসেন তদন্ত কমিটির নিকট দেয়া জবানবন্দিতে স্বীকার করে যে, পিয়ন আনোয়ার তাকে একটি সাদা উত্তরপত্র সরবরাহ করলে সে উত্তর লিখে ফেরত দেয়, ফলাফলে শাহাদাত কৃতকার্য হয়, তবে কিছুদিন পর তার নামে একটি কৈফিয়তপত্র চলে যায়। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক টাকা না পেয়েই আনোয়ার এই জাল কৈফিয়তপত্র প্রেরণ করে।